وجوب تحكيم شرع الله

تأليف سماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ترجمة إلى البنغالية
أبو نعيم محمد رشيد أحمد

باللغة البنغالية

طبع ونشر
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
المملكة العربية السعودية

ردمك : ٧-٢٣٤-٢٩-٩٩٦٠

আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন এবং এর পরিপন্থী বিষয় বর্জনের অপরিহার্যতা

মূলঃ
আশ্‌শায়েখ আব্দুল আজিজ
বিন আব্দুল্লাহ বিন বায

ভাষান্তরে
আবু নায়ীম মোহাম্মদ রশিদ আহমদ

প্রতিপাদ্যে
মোহাম্মদ মতিউল ইসলাম

ধর্ম আওকাফ দাওয়া ও এরশাদ মন্ত্রনালয় পাবলিকেশন্স।

ح وزارة الشؤون الإسلامية، ١٤١٩هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

ابن باز، عبد العزيز بن عبد الله

وجوب تحكيم شرع الله.- الرياض.

٤٠ص ، ١٢×١٧سم

ردمك ٧-٢٣٤-٢٩-٩٩٦٠

١-الشريعة الإسلامية   أ- العنوان.

ديوي ٢٥٧   ١٩/٠٦٩٨

رقم الإيداع : ١٩/٠٦٩٨

ردمك : ٧-٢٣٤-٢٩-٩٩٦٠

আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন এবং এর পরিপন্থী বিষয় বর্জনের অপরিহার্যতা

মুলঃ

আশ্‌শায়েখ আব্দুল আজিজ

বিন আব্দুল্লাহ বিন বায

ভাষান্তরে

আবু নায়ীম মোহাম্মদ রশিদ আহমদ

প্রতিপাদ্যে

মোহাম্মদ মতিউল ইসলাম

প্রকাশনায়ঃ মন্ত্রনালয় প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিকেশন্স বিভাগ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের কথা

ইসলাম বিশ্বমানবের একমাত্র জীবন বিধান। দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতের মুক্তির জন্য ইসলামই হল একমাত্র উপায়। ইসলামের ব্যাপ্তি, সার্বজনীনতা ও গ্রহন যোগ্যতা তাকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। ইসলামের এ শ্রেষ্ঠত্বের বহিপ্রকাশ মানব সমাজে বাস্তবায়ন ছাড়া সম্ভব নয়। নিখিল বিশ্বের সর্বস্তরের মানুষের ইহ ও পরকালীন কল্যাণ সাধনের জন্যই ইসলামের আগমন। তাই ইসলামপ্রিয় প্রতিটি মানুষের কাছে তার দাবী হচ্ছে ইসলামী শরীয়তকে আল্লাহর যমীনে বাস্তবায়ন করা। মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ইসলামকে বাস্তবায়ন করা অপরিহার্য কর্তব্য। মুসলিম বিশ্বসহ গোটা পৃথিবীতে যে সব বিপর্যয়, অকল্যাণ আর অশান্তি পরিলক্ষিত হচ্ছে তা একমাত্র ইসলাম থেকে মানবকুলের দূরত্বের কারণে। তাই মুসলিম দুনিয়ার দূরদৃষ্টি সম্পন্ন বড় ইসলামী চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ত বাস্তবায়ন করার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

সৌদি আরব এবং বর্তমান মুসলিম বিশ্বের একজন কৃতিপুরুষ, খ্যাতিমান ইসলামী চিন্তাবীদ ও বহুগ্রন্থের প্রণেতা শেখ আবদুল আজীজ বিন আবদুল্লাহ্ বিন বায্ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার জগতে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বাংলা ভাষায় অনূদিত "আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন এবং এর পরিপন্থী বিষয় বর্জনের অপরিহার্যতা।"

وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه.

নামক ছোট্ট পুস্তিকাটি তাঁরই জ্ঞান সমৃদ্ধ লিখনীর একটা ধারাবাহিকতা মাত্র। এ মূল্যবান পুস্তিকাটির অনুবাদ করেছেন মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে থিওলজী ও মিশনারী বিষয়ে উচ্চ ডিগ্রী প্রাপ্ত কৃতিমান ও প্রতিভাবান যুবক মাওলানা আ, ন,মোহাম্মদ রশীদ আহমাদ।

শুধু বাংলাদেশেই নয় বরং গোটা বিশ্বেই এখন আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের সংগ্রাম তথা ইসলামী আন্দোলনের জোয়ার বইতে শুরু করেছে। পক্ষান্তরে মানব রচিত মতবাদের মহাসিন্ধুতে এখন পানি শূন্য মরুভূমির মত খাঁ-খাঁ করছে। তাই বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে ঐতিহাসিক ভাবে আবারো প্রমাণিত হলো যে বিশ্বমানবতার কল্যাণ সাধন এবং যাবতীয় অশান্তি থেকে মুক্তি অর্জন একমাত্র আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সম্ভব।

এ পুস্তিকাটিতে এ চিরন্তন সত্যকেই কোরআন ও হাদীসের অকাট্য প্রমাণাদির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাই দারুল আরাবিয়া বাংলাদেশ এ মূল্যবান পুস্তিকাটি প্রকাশ করাকে তার দ্বীনি দায়িত্ব এবং সময়ের দাবী বলে গ্রহন করেছে। আল্লাহর যমিনে যারা আল্লাহরই আইন বাস্তবায়নের জন্য দৃঢ় প্রত্যাশী তাদের জীবনে এ ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি তাদের মহান প্রত্যাশা

বাস্তবরূপ লাভের ক্ষেত্রে প্রেরণা যোগাবে এটাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

পরিশেষে মহান আল্লাহর কাছে আমরা এ দোয়াই করছি যেন তিনি আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করেন এবং তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করেন। আমীন।।
দারুল আরাবিয়া বাংলাদেশ।

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে ইসলামের সুমহান নেয়ামত দান করেছেন। সালাত ও সালাম সেই মহান রাসূলের উপর যাঁর মাধ্যমে ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। ইসলাম অন্যান্য ধর্মের মত নিছক কিছু বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের নাম নয়। ইসলাম একটি পরিপূর্ন জীবন ব্যবস্থার নাম। যে জীবন ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আল্লাহ মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। অন্যান্য দ্বীন ও বিধানের উপর ইসলামকে বিজয়ী করাই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আগমনের মূল উদ্দেশ্য। তিনি এ দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করেছেন। তিনি দুনিয়াবাসীকে আল্লাহর দ্বীনের ভিত্তিতে পরিচালিত একটি কল্যাণধর্মী রাষ্ট্র উপহার দিয়েছিলেন। মদীনা কেন্দ্রিক সেই রাষ্ট্রটিকে আজো দুনিয়ার মানুষ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকার করে। অতঃপর খোলাফায়ে রাশেদীন ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় যে সময় পর্যন্ত টিকিয়ে রেখেছিলেন সে সময়টি পৃথিবীর ইতিহাসে আজো সোনালী যুগ হিসেবে স্বীকৃত।

এরপর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কিছুটা পরিবর্তন আসলেও ইসলাম যে একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা দীর্ঘকাল পর্যন্ত এ বিশ্বাসে পরিবর্তন আসেনি। পরবর্তী পর্যায়ে মুসলমানগন পাশ্চাত্যের

ধ্যান-ধারনায় প্রভাবিত হওয়ার ফলে মুসলমানদেরই বিরাট একটি অংশ এ ধারনা পোষন করতে শুরু করে যে, ইসলাম নিছক একটি ধর্ম যা নামায, রোযা,হজ্ব ইত্যাদি আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে একদল মর্দে মুজাহিদ এসব ধারনার অসারতা প্রমাণের জন্য কলমের জেহাদ শুরু করেন। বিশেষ করে রুশ বিপ্লবের খোদাদ্রোহী সমাজতান্ত্রিক দর্শনের সয়লাবের মুখে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য যে কয়জন মর্দে মুমিন অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে বর্তমান বিশ্বের খ্যাতিমান আলেম, শেখ আবদুল আজীজ আবদুল্লাহ বিন বায্ অন্যতম। তিনি শেখ বিন বায্ হিসেবে সারা মুসলিম দুনিয়ায় সুপরিচিত। শেখ বিন বায্ অসাধারণ পান্ডিত্যের অধিকারী। কুরআন, হাদিস, ফিক্হ, আকীদাসহ যাবতীয় বিষয়ে এমন পণ্ডিত বর্তমান দুনিয়ায় বিরল। তিনি একসময় মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ছিলেন। বর্তমানে তিনি সৌদি আরবের রিয়াদ কেন্দ্রিক ইসলামী গবেষনা ও ফতোয়া বিভাগের চেয়ারম্যান। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন শেষ করার পর তায়েফের দারুল ইফতা অফিসে তাকে বেশ কিছু দিন নিকট থেকে দেখার ও জানার সুযোগ হয়েছে। আমি শুধু তাঁর অসাধারণ সাহিত্যেই আকৃষ্ট হইনি বরং তাঁর উন্নত আমলও আমাকে অভিভূত করেছে। তিনি এপর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে বেশ কিছু বই পুস্তক লিখেছেন। যার মধ্যে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন এবং এর পরিপন্থী বিষয় বর্জনের অপরিহার্যতা পুস্তিকাটি অন্যতম। বইটি পড়ার পরই

তা অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে দু'একদিনের মধ্যেই অনুবাদের কাজ শুরু করি। বইটিতে তিনি কুরআান-হাদিসের বলিষ্ঠ দলীলের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, ইসলাম ব্যক্তিগত ভাবে পালন করার সাথে সাথে তাকে রাষ্ট্রীয় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা একজন ঈমানদার ব্যক্তির অপরিহার্য কর্তব্য। বইটির অনুবাদ, ছাপা ও অন্যান্য ব্যাপারে দারুল আরাবিয়ার চেয়ারম্যান মুহতারাম মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের মূল্যবান পরামর্শ, সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদানের জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার প্রতিজ্ঞায় যাঁরা ময়দানে কাজ করছেন তারা এ বইটি থেকে উপকৃত হলে আমার এ শ্রম সার্থক হবে।

আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর দ্বীন বিজয়ের সংগ্রামে অটল ও অবিচল থাকার তওফীক দিন।

তারিখঃ২৯/৩/১৪১২ হিঃ
ঢাকা

আমীন
আবু নায়ীম মোহাম্মদ,রশীদ আহ্মদ

ভূমিকা

সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি নিখিল জাহানের রব। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, তিনি পূর্বাপর সবার ইলাহ, তিনি সব মানুষের রব, তিনি একক ভাবে সব কিছুর মালিক। তিনি মুখাপেক্ষীহীন। তিনি না কাউকে জন্ম দেন, না তাঁকে কেউ জন্ম দিয়েছে। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বান্দাহ ও রাসুল। তিনি রেসালাত পৌছে দিয়েছেন, আমানত যথাযথ আদায় করেছেন, আল্লাহর রাহে সত্যিকার অর্থে জিহাদ করেছেন এবং উম্মাতকে এমন একটি সুস্পষ্ট আদর্শের উপর রেখে গিয়েছেন যা রাত দিনের মত পরিষ্কার। এ আদর্শ থেকে শুধুমাত্র তারই বিচ্যুতি ঘটে যে ধবংস হতে চায়।

"আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন এবং এর পরিপন্থী বিষয় বর্জনের অপরিহার্যতা" শীর্ষক এ ছোট্ট পুস্তিকাটি আমি তখন অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম যখন দেখলাম এ যুগে কিছু সংখ্যক গনৎকার, ভবিষৎবক্তা, গোত্র প্রধান ও মানবরচিত আইন বিশেষজ্ঞ ও তাদের অনুসারী গায়রুল্লাহর বিধান এবং কুরান-সুন্নাহ্ পরিপন্থী আইন প্রতিষ্ঠা করতে চায়, কেউ অজ্ঞতার কারণে, কেউ আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি বিদ্রোহ পোষন করার কারণে।

আমি আশা করি আমার উপদেশাবলী অজ্ঞদের জ্ঞান প্রদান, গাফেলদের সতর্ক করা এবং আল্লাহর বান্দাদের সিরাতে মুস্তাকীমের উপর টিকে থাকার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেছেনঃ

﴿ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

"উপদেশ দাও, কেননা উপদেশ প্রদান মুমিনদেরকে উপকৃত করবে" (আজ্জারিয়াত্ঃ৫৫)।

তিনি আরো এরশাদ করেন

﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُۥ ﴾

"স্মরন কর ঐ সময়ের কথা যখন আল্লাহ ঐ সব লোকদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিচ্ছিলেন যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল, যে তোমরা অবশ্যই মানুষের সামনে তা প্রকাশ করবে এবং তা মোটেও গোপন রাখবেনা"
(আলে-ইমারানঃ১৮৭)।

আল্লাহ যেন এ নছীহতের মাধ্যমে আমাদের উপকৃত করেন। মুসলমাদেরকে তাঁর শরীয়তের অনুসরন,তাঁর কিতাব

অনুযায়ী শাসন পরিচালনা এবং তাঁর নবী মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম) আদর্শ অনুসরনের তাওফীক দেন।

অনুচ্ছেদ

আল্লাহ মানুষ এবং জীনকে তাঁর দাসত্ব ও গোলামীর জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি এরশাদ করেনঃ

﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ .

"আমি মানুষ এবং জ্বীনকে শুধুমাত্র ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি"(আজ্ জারীয়াত ৫৬)। তিনি আরো বলেনঃ

﴿ ۞ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ﴾ .

"তোমার প্রভু এ মর্মে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব ও গোলামী করবেনা এবং পিতামাতার সাথে উত্তম আচরন করবে"(বনী ইসরাইলঃ ২৩)। তিনি আরো বলেনঃ

﴿ ۞ وَٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ﴾

"তোমরা আল্লাহর দাসত্ব ও গোলামী কর, তার সাথে অন্য কাউকে শরীক করবেনা এবং পিতা মাতার সাথে উত্তম

আচরন করবে" (আন্‌নিসাঃ ৩৬)। হজরত মুআ'জ বিন জাবাল (রাঃ) বর্ননা করেনঃ আমি গাধার পিঠে রাসূলের (সঃ) পিছনে বসা ছিলাম। তিনি আমাকে বললেনঃ

«يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟».

"হে মুআ'জ তুমি কি জান বান্দার উপর আল্লাহর হক কি, এবং আল্লাহর উপর বান্দার হক কি?"

আমি জবাব দিলামঃ "আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলই ভাল জানেন।" তিনি বললেনঃ

«حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً».

"বান্দার উপর আল্লাহর হক হলো তারা শুধুমাত্র তাঁরই দাসত্ব ও গোলামী করবে। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবেনা। আর আল্লাহর উপর বান্দার হক হলো, যারা তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবেনা তাদেরকে শাস্তি না দেওয়া।"

আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ বিষয়ে কি আমি লোকদেরকে সুসংবাদ দিব?" তিনি বললেনঃ

«لا تبشرهم فيتكلوا».

"না , সুসংবাদ দিবেনা, এতে করে তারা এর উপরই ভরসা করে থাকবে।"

ওলামায়ে কিরাম ইবাদতের বিভিন্ন অর্থ করেছেন, তবে সবগুলো কাছাকাছি। সবগুলো অর্থের সমন্বয় হয়েছে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া প্রদত্ত ইবাদতের সংজ্ঞায়। তিনি বলেছেনঃ

"ইবাদত যাবতীয় প্রকাশ্য ও গোপনীয় কথা ও কাজের নাম, যা আল্লাহ পছন্দ করেন এবং যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন।"

এতে একথাই প্রমানিত হয় যে ইবাদতের দাবী হলো, আক্বীদাহ, বিশ্বাস, কথা ও কাজে আল্লাহর আদেশ নিষেধের পরিপূর্ণ অনুগত হওয়া। মানুষের জীবন আল্লাহর শরীয়ত বা বিধানের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে। আল্লাহ যা হালাল করেছেন শুধু তাই হালাল মনে করবে। যা হারাম করেছেন শুধু তাই হারাম মনে করবে, সে তার নৈতিকতা,আচার-আচরন সকল ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর শরীয়ত তথা তাঁর আইনকে অনুসরন করবে। তার প্রবৃত্তি তার ইচ্ছা ও আকাঙ্খার মোটেই পরোয়া করবেনা। এ কথা যেমন একজন ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য অনুরুপ তা সমষ্টির জন্য প্রযোজ্য। পুরুষের জন্য যেভাবে প্রযোজ্য নারীর জন্য সেভাবে প্রযোজ্য। ঐ ব্যক্তি কখনো আল্লাহর বান্দাহ ও গোলাম হতে পারবেনা যে জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে তার প্রভুর অনুগত আর

কোন কোন ক্ষেত্রে মাখলুখের অনুগত। এ কথাটি আল্লাহ বলিষ্ঠ ভাবে বলেছেনঃ

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ .

''না কক্ষনো না। তোমার প্রভুর শপথ, তারা মুমিন হতে পারবেনা যতক্ষন না তারা নিজেদের বিরোধমূলক বিষয়ে তোমাকে ফায়সালাকারী মানে। অতঃপর তুমি যে সিদ্ধান্ত দিয়েছ,সে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তাদের মনে বিন্দু মাত্র অসন্তোষ থাকবেনা বরং তা ভাল ভাবেই গ্রহন করে নিবে'' (আন্-নেসা ৬৫)।
আরো এরশাদ করেনঃ

﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ .

''তারা কি জাহেলী আইন ও শাসন চায় ? বিশ্বাসী কওমের জন্য আল্লাহর আইন ও শাসনের চেয়ে কার আইন ও শাসন উত্তম হতে পারে'' (আল-মায়েদা ৫০)।

রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেনঃ

«لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به» .

'তোমাদের কেউ ইমানদার হতে পারবেনা যতক্ষন না আমি যে আদর্শ নিয়ে এসেছি তার প্রবৃত্তি সে আদর্শের অনুসারী হয়।'

অতএব একজন ব্যক্তির ইমান ততক্ষন পর্যন্ত পরিপূর্ণ হবেনা যতক্ষন না সে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, ছোট-বড় সব বিষয়ে তাঁর হুকুমকে মেনে নিবে এবং জীবন, সম্পদ, সম্মান ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর আইনকে প্রয়োগ করবে। যদি তা না হয় তাহলে সে আল্লাহর গোলাম না হয়ে অন্যের গোলাম হবে। যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ .

''আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে এই বাণী সহকারে রাসুল পাঠিয়েছি যেন তোমরা আল্লাহর দাসত্ব ও গোলামী কর এবং তাগুতকে বর্জনকর'' (আন্ নাহলঃ ৩৬)।

সুতরাং যে আল্লাহর অনুগত হবে তাঁর অহী অনুযায়ী যাবতীয় বিষয়ে ফায়সালা করবে সে আল্লাহর বান্দাহ ও গোলাম। আর যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো অনুগত হবে এবং অন্য কোন বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হবে সে হবে তাগুতের গোলাম।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরো এরশাদ করেনঃ

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا۟ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا۟ أَن يَكْفُرُوا۟ بِهِۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا﴾ .

"তুমি কি সেই সব লোকদের দেখনি যারা ধারনা করে যে, আমরা ঈমান এনেছি সেই কিতাবের প্রতি যা তোমার উপর নাযিল হয়েছে এবং যেগুলো তোমার পূর্বে নাজিল হয়েছিল অথচ তারা নিজেদের যাবতীয় ব্যাপারে ফায়সালা করার জন্য তাগুতের নিকট যেতে চায়। যদিও তাগুতকে সম্পূর্ন অস্বীকার ও অমান্য করার জন্য তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছিল। মূলতঃ শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ঠ করে সত্য-সঠিক পথ হতে বহুদূর নিয়ে যেতে চায়" (আন্‌নেসাঃ৬০)।

তাগুতের দাসত্ব ও অনুসরন থেকে মুক্ত হয়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত বা দাসত্ব কালেমায়ে শাহাদাতের অনিবার্য দাবী। কালেমায়ে শাহাদাতের মধ্যদিয়ে একজন লোক এ ঘোষনাই দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, কোন বিষয়ে কেউ তাঁর শরীক নেই এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসুল। শাহাদাতের এ ঘোষণার অর্থ হলো একমাত্র আল্লাহই মানুষের রব এবং তাদের ইলাহ। তিনিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই তাদেরকে নির্দেশ দিবেন ও নিষেধ করবেন। জীবন মৃত্যুর

মালিক একমাত্র তিনি। তিনিই হিসেব নিবেন। কাজের প্রতিদান দিবেন। অতএব আনুগত্য ও দাসত্বও একমাত্র তারই অধিকার, অন্য কারো জন্য নয়।

আল্লাহপাক এরশাদ করেছেন ঃ

﴿أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ﴾ .

"জেনে রাখ, সৃষ্টি এবং নির্দেশ তাঁরই" (আল আরাফঃ৫৪)।

যেহেতু তিনিই একক ভাবে সৃষ্টি করেছেন সেহেতু আইন ও বিধান দেয়ার অধিকার একমাত্র তাঁরই। অতএব তাঁর আইন বিধানেরই অনুসরন করতে হবে। আল্লাহ পাক ইয়াহুদীদের সম্পর্কে আলোচনায় বলেছেন যে, তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে পীর পুরোহীতদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছেন। তাদেরকে রব বানানোর অর্থ হলো তারা যা হালাল বলে তাই হালাল আর তারা যা হারাম বলে তাই হারাম। ইয়াহুদীরা তাদের আলেমদের ও দরবেশ বা পুরোহীদদের এভাবে অনুসরন করার কারণে আল্লাহ বলেছেন যে, তারা (ইয়াহুদীরা) তাদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছে। আল্লাহ পাক এ প্রসঙ্গে এরশাদ করেছেনঃ

﴿ٱتَّخَذُوٓا۟ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا۟ إِلَٰهًا وَٰحِدًا ۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ .

"তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের আলেম ও সংসার বিরাগীগন এবং মরিয়মের ছেলে মসীহকে রব বানিয়ে নিয়েছে। অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তারা যেন একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করে। যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তাদের শেরক থেকে তিনি পবিত্র" (আত-তাওবাহঃ৩১)।

হজরত আদী বিন হাতিম মনে করতেন আহবার ও রোহবানের ইবাদত হলো তাদের উদ্দেশ্যে পশু জবাই করা, তাদের জন্য মানত মানা, তাদের জন্য রুকু সিজদা করা ইত্যাদি। তাই তিনি যখন মুসলমান হয়ে রাসুলের (সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে এসে উপরোল্লিখিত আয়াত শুনলেন তিনি বললেনঃ "হে আল্লার রাসুল আমরাতো তাদের ইবাদত করতামনা।"
রাসুল (সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ

«أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم فتحلونه».

"তারা (আহবার, রোহবান) আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা হারাম ঘোষনা দিত, অতঃপর তোমরা কি তাকে হারাম মনে করতে না? অনুরূপ আল্লাহর হারাম করা বিষয়কে তারা হালাল ঘোষনা দিত, অতঃপর তোমরা কি তাকে হালাল ঘোষনা দিতে, অতঃপর তোমরা কি তাকে হালাল মনে করতেনা?" তিনি (আদী বিন হাতিম) বললেন, "হাঁ, তাই।"

রাসুল (সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ

«فتلك عبادتهم».

"এটাই হলো তাদের ইবাদত"(আহমদ ও তিরমিজি)।

﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُوٓاْ إِلَٰهٗا وَٰحِدٗاۖ﴾.

আল্লামা ইবনে কাসীর
এর তাফসীরে বলেনঃ "তিনি যা হারাম ঘোষনা দিয়েছেন তাই হারাম আর যা হালাল ঘোষনা দিয়েছেন তাই হালাল। তিনি যে বিধান দিয়েছেন তা অবশ্যই অনুসরন করতে হবে। যে নির্দেশ দিয়েছেন তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হতে হবে।

﴿لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۚ سُبۡحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشۡرِكُونَ﴾

অর্থাৎ "তিনি সকল প্রকার অংশীদার, সমকক্ষ,সাহায্যকারী, প্রতিদ্বন্দ্বী, সন্তান ইত্যাদি থেকে পূত, পবিত্র। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি ছাড়া কোন রব নেই।"(১)

উল্লেখিত আলোচনায় এ কথা সুস্পষ্ট হলো যে, আল্লাহর আইন অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করা,"আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।" এ সাক্ষ্যের অনিবার্য দাবী। সুতরাং তাগুত, শাসক, গনৎকার ইত্যাদির ফায়সালা মেনে নেয়া মহান আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমানের পরিপন্থী। এবং ইহা কুফরী, জুলুম এবং ফাসেকী ।

---

(১)তাফসীর ইবনে কাসীর খণ্ড ২ পৃঃ ৩৪৯

আল্লাহ পাক এ প্রসঙ্গে এরশাদ করেনঃ

﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ﴾

"আল্লাহর নাজিল করা বিধান অনুযায়ী যারা শাসন করেনা তারাই কাফের" (আল-মায়েদাঃ৪৪)।

তিনি আরো এরশাদ করেন :

﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾ .

"তাওরাতে আমি ইয়াহুদীদের প্রতি এ হুকুম লিখে দিয়েছিলাম যে, জানের বদলে জান, চোখের বদলে চোখ,নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের পরিবর্তে দাঁত এবং সবরকমের জখমের জন্য সমান বদলা নির্দিষ্ট। অবশ্য কেহ কেসাস (বদলা)না নিয়ে ক্ষমা করে দিলে তা তাঁর জন্য কাফ্‌ফারা হবে। আর যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করেনা তারাই জালেম"
(আল মায়েদাঃ৪৫)।

তিনি আরো এরশাদ করেনঃ

﴿ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ﴾ .

"ইঞ্জিল বিশ্বাসীগন যেন উহাতে আল্লাহর নাজিল করা আইন অনুযায়ী বিচার ও ফায়সালা করে। আর, যারাই আল্লাহর নাজিল করা আইন অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করেনা তারাই ফাসেক"(আল-মায়েদাঃ৪৭)।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেছেন যে, আল্লাহর আইন অনুযায়ী শাসন পরিচালনা না করা জাহেলী শাসন। আল্লাহর আইন থেকে বিমুখ হওয়া তাঁর এমন শাস্তি ও পাকড়াওয়ের কারন যা জালিম কওম থেকে অপসারিত হয়না
তিনি বলেনঃ

﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ ۝ أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ .

"তুমি আল্লাহর নাজিল করা বিধান অনুযায়ী লোকদের যাবতীয় পারস্পরিক ব্যাপারে ফয়সালা কর এবং তাদের নফসানী খাহেশাতের অনুসরন করো না। সাবধান থাক, তারা যেন তোমাকে ফেতনায় নিক্ষেপ করে খোদার নাজিল করা বিধান থেকে এক বিন্দু পরিমান বিভ্রান্ত করতে না পারে। আর তারা যদি বিভ্রান্ত

হয় তবে জেনে রাখ যে আল্লাহ তাদের কোন কোন গুনাহের শাস্তি সূরূপ তাদেরকে কঠিন বিপদে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। বস্তুতঃ অনেক লোকই ফাসেক। তারা কি জাহেলী আইন কানুন চায়? যারা খোদার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে তাদের নিকট আল্লাহ অপেক্ষা উত্তম ফয়সালাকারী আর কে হতে পারে?"(আল মায়েদাঃ৪৯ ও ৫০)।

এ আয়াতের পাঠক একটু চিন্তা করলে দেখতে পাবে যে, আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান অনুযায়ী শাসন পরিচালনার নির্দেশকে আটটি উপায়ে তাকীদ করা হয়েছে।

প্রথমঃ- আল্লাহর আইন অনুযায়ী শাসনের নির্দেশ প্রদান

﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾

"তুমি আল্লাহর নাজিল করা বিধান অনুযায়ী লোকদের মধ্যে ফায়সালা কর।"

দ্বিতীয়ঃ- কোন অবস্থাতেই যেন মানুষের প্রবৃত্তি, ইচ্ছা ও আকাঙ্খা আল্লাহর আইন অনুযায়ী শাসন করার পথে প্রতিবন্ধক না হয়।

﴿ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ ﴾

"তাদের নফসানী খাহেশাতের অনুসরন করোনা।"

তৃতীয়ঃ- কমবেশী ও ছোট বড় সকল বিষয়ে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী শাসন না করার ব্যাপারে সতর্ক ও সাবধান থাকার নির্দেশ

﴿ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ﴾

"সাবধান থাক, তারা যেন তোমাকে ফেৎনায় নিক্ষেপ করে খোদার নাজিল করা বিধান থেকে সামান্য পরিমাণে বিভ্রান্ত করতে না পারে।"

চতুর্থ ঃ- আল্লাহর আইন থেকে বিমুখ হওয়া বড় ধরণের অপরাধ এবং কঠিন শাস্তির কারণঃ

﴿ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ﴾

"আর তারা যদি মুখ ফিরায়ে নেয় তাহলে জেনে রাখ যে আল্লাহ তাদের কিছু গুনাহের শাস্তি সূরূপ তাদেরকে কঠিন বিপদে নিক্ষেপ করতে চান।"

পঞ্চমঃ- আল্লাহর আইন থেকে বিমুখদের আধিক্য দেখে অহমিকা প্রদর্শনের ব্যাপারে সতর্ক ও সমাধান করা হয়েছে। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কৃতজ্ঞদের সংখ্যা কমই হয়ে থাকে।

﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ ﴾

"বস্তুতঃ মানুষের মধ্যে অনেকেই ফাসেক।"

ষষ্ঠঃ- আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য আইন অনুযায়ী শাসন করাকে জাহেলী শাসন বলা হয়েছে।

﴿ أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ﴾

"তারা কি জাহেলী আইন কানুন চায়?"

সপ্তমঃ- আল্লাহর আইন ও বিধান সর্বশ্রেষ্ঠ বিধান ও সবচেয়ে ইনসাফপূর্ন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا ﴾

"আল্লাহ থেকে উত্তম ফায়সালাকারী আর কে হতে পারে?"

অষ্টমঃ- আল্লাহর প্রতি ইয়াকীন ও বিশ্বাসের অনিবার্য দাবী হলো এ কথা অনুধাবন করা যে, আল্লাহর আইন সর্বশ্রেষ্ঠ, পরিপূর্ণ এবং সবচেয়ে বেশী ইনসাফপূর্ণ। এ আইনকে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহন করা এবং এর প্রতি অনুগত হওয়া অত্যাবশ্যক।

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾

"যারা আল্লাহর প্রতি ইয়াকীন ও বিশ্বাস রাখে তাদের নিকট আল্লাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী আর কে হতে পারে?"

অনুরূপ বক্তব্য কুরআনের আরও অনেক আয়াত এবং রাসুলের অনেক হাদীছে পাওয়া যায়। যেমন এরশাদ হয়েছে ।

﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ .

অতএব যারা তাঁর (রাসুলের) আদেশের বিরুদ্ধাচরন করে তাদের এ বিষয় সতর্ক থাকা উচিত যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে। (আন্নূরঃ৬৩)।

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ .

"না কক্ষনো না, তোমার প্রভুর শপথ, তারা মুমিন হতে পারবেনা যতক্ষন তারা নিজেদের বিরোধমূলক বিষয়ে তোমাকে ফায়সালা কারী না মানে"
(আন্ নেসাঃ ৬৫)।

﴿ ٱتَّبِعُوا۟ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ﴾

"তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি যা নাজিল করা হয়েছে তা মেনে চলো" (আল আরাফঃ ৩)।

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾

"কোন মুমিন পুরুষ ও কোন মুমিন নারীর এ অধিকার নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যখন কোন বিষয়ে ফায়সালা করে দিবেন তখন সে ব্যাপারে নিজে কোন ফায়সালা করবার ইখতিয়ার রাখবে" (আল আহজারঃ ৩৬)।

রাসুল (সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াছাল্লাম) এরশাদ করেছেনঃ

«لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به».

"তোমাদের কেউ ইমানদার হতে পারবেনা যতক্ষন না আমি যে আদর্শ নিয়ে এসেছি তার প্রবৃত্তি সে আদর্শের অনুসারী হয়।" ইমাম নাওয়ারী বলেছেন, উক্ত হাদিসটি (ছহীহ)। আমি কিতাবুল হুজ্জাতে ছহীহ সনদে হাদীসটি বর্ননা করেছি।

রাসুল (সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াছাল্লাম) আদী বিন হাতিমকে (রাঃ) বলেছেনঃ

«أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه».

"তারা (আহবার ও রোহবান) আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হালাল ঘোষনা দেয় অতঃপর তোমরা কি তাকে হালাল মনে করনা? অনুরূপ আল্লাহর হালাল করা বিষয়কে তারা হারাম ঘোষনা দেয় অতঃপর তোমরা কি তা হারাম মনে করনা? তিনি (আদী বিন হাতিম) বললেন ঃ জি হ্যাঁ।

রাসূল (সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াছাল্লাম) বললেনঃ

"ইহাই তাদের ইবাদত"। «فتلك عبادتهم».

হযরত ইবনে আব্বাস কিছু মাসআলায় তাঁর সাথে বিতর্ককারীদেরকে বললেনঃ

«ويوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر».

"শীঘ্রই তোমাদের উপর আকাশ হতে পাথর বর্ষিত হবে। আমি বলছি আল্লাহর রাসুল বলেছেন, আর তোমরা বলছ আবু বকর ও ওমর বলেছেন।"

এর অর্থ হলো বান্দার দায়িত্ব হচ্ছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বক্তব্যের সামনে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পন করা এবং তাঁদের কথাকে অন্য সকলের কথার উপর প্রাধান্য দেয়া। দ্বীনের ব্যাপারে এটাই চুড়ান্ত কথা।

অনুচ্ছেদ

আল্লাহর রহমত ও তাঁর হেকমতের দাবী হলো তাঁরই আইন ও অহী অনুযায়ী বান্দাহদের মধ্যে শাসন পরিচালিত হবে। কেননা মানবীয় যাবতীয় দুর্বলতা, প্রবৃত্তির অনুসরণ, অক্ষমতা থেকে আল্লাহ পূত-পবিত্র। তিনি সর্বদাই বান্দার যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে অবহিত। তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতে কিসে

কল্যাণ আর কিসে অকল্যাণ তা তিনি ভাল করেই জানেন। মানুষের পারস্পরিক মতবিরোধ, দ্বন্দ্ব এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর পক্ষ থেকে আইন ও বিধান ঠিক করে দেওয়া তাঁর বিশেষ রহমতের অর্ন্তভুক্ত। কেননা তাঁর আইন ও বিধানই ইনসাফ ও কল্যাণ মূলক ফায়সালা দিতে পারে। তদুপরি মানসিক শান্তি ও সন্তুটি লাভ করা যায়। বান্দাহ যখন জানতে পারে এ বিষয়ে যে ফয়সালা দেয়া হয়েছে তা সর্বজ্ঞানী সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর হুকুম, তখন সে তা সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহন করতে পারে। যদিও সে ফায়সালা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে থাকে। পক্ষান্তরে যখন সে জানতে পারে এ আইন তার মত মানুষের পক্ষ থেকে এসেছে যারা মানবীয় দুর্বলতা থেকে মুক্ত নয়, তখন সে সন্তুষ্ট চিত্তে তা গ্রহন করতে পারে না। ফলে মত বিরোধ ও দ্বন্দ্বের নিস্পত্তি ঘটেনা বরং তা আরো দীর্ঘায়িত হয়। তাই আল্লাহপাক ত'ার রহমত ও করুনা হিসেবে তাঁর আইন অনুযায়ী শাসন পরিচালনাকে অত্যাবশ্যকীয় করে সুস্পষ্টভাবে তার পথনির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এরশাদ করেছেনঃ

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن
تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ﴿٥٨﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ
ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى
ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا﴾ .

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিচ্ছেন যে যাবতীয় আমানত তার উপযোগী লোকদের নিকট সোপর্দ কর। আর লোকদের মধ্যে যখন (কোন বিষয়ে) ফায়সালা করবে তখন তা ইনসাফের সাথে করো। আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম নসীহত করেছেন। আল্লাহ সব কিছু শুনেন এবং দেখেন। হে ইমানদার লোকগন আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য করো তোমাদের মধ্য থেকে দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কোন ব্যাপারে মত বিরোধ সৃষ্টি হয় তবে তা আল্লাহ ও রাসুলের দিকে প্রত্যাবর্তন করো যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাক। এটাই সঠিক কর্মনীতি এবং পরিনতির দিক দিয়েও উত্তম" (আন নেসা ৫৮ ও ৫৯)।

উল্লেখিত আয়াতে যদিও শাসন ও শাসিত এবং পরিচালক ও পরিচালিতদেরকে হেদায়েত দেয়া হয়েছে তথাপি তা সকল বিচারক ও শাসকের ব্যাপারে প্রযোজ্য। সবাইকে এ মর্মে হেদায়েত দেয়া হয়েছে যেন ইনসাফের সাথে বিচার ও শাসন করে। সাধারণ মুমিনদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন এ হুকুম গ্রহন করে যা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী হয় এবং যে বিধান তিনি তাঁর রাসুলের উপর নাযিল করেছেন। আর উভয়কে হেদায়েত দেয়া হয়েছে যেন মত বিরোধের সময় আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

উপসংহার

পূর্বের আলোচনায় এ কথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, আল্লাহর আইনের বাস্তবায়ন এবং সে অনুযায়ী শাসন পরিচালনা করা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ওয়াজিব করে দিয়েছেন। ইহা আল্লাহর গোলামী ও দাসত্ব এবং তাঁর রাসুল মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াছাল্লাম) রেসালাতের সাক্ষ্য দেয়ার অনিবার্য দাবী। আল্লাহর আইন থেকে পরিপূর্ণ অথবা তার কোন অংশ থেকে বিমুখ হওয়া খোদায়ী আযাব ও শাস্তির কারণ হবে। এ কথা সকল যুগ ও স্থানের রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে যে ভাবে প্রযোজ্য তেমনি ভাবে মুসলিম সমাজের জন্যও প্রযোজ্য। মত বিরোধের ক্ষেত্রে তা দু'দেশের মধ্যে হোক বা দু'দলের বা দু'জনের মধ্যেই হোক, সব অবস্থাতেই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। কেননা সৃষ্টি যেমন আল্লাহর, আইন ও বিধান দেওয়ার অধিকারও একমাত্র তাঁরই। তিনি আহকামুল হাকেমীন। তিনিই শাসকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি এ ধারনা পোষন করে যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিধানের চেয়ে মানুষের আইন ও বিধান উত্তম তাঁর ঈমান নেই। অনুরূপ যে উভয় আইনকে সম পর্যায়ের মনে করে এবং যে আল্লাহ ও রসুলের বিধানের পরিবর্তে মানবীয় আইনকে গ্রহন করা বৈধ মনে করে তারও ঈমান নেই। শেষোক্ত ব্যক্তি যদি এ বিশ্বাসও পোষন করে যে আল্লাহর আইন শ্রেষ্ঠ, পরিপূর্ণ এবং ইনসাফ ভিত্তিক তবুও তার ঈমান থাকবেনা।

অতএব সকল সাধরণ মুসলমান ও শাসকশ্রেণীর উপর ওয়াজিব হল, তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে, নিজেদের দেশে আল্লাহর আইনকে প্রতিষ্ঠিত করে। শাসকরা যেন নিজেদেরকে এবং নিজেদের অধীনস্থদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করে এবং আল্লাহর আইন থেকে বিমুখ হওয়ার কারণে বিভিন্ন দেশে যা ঘটছে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। পাশ্চাত্যের অনুসরন করার ফলে সেখানে কি ঘটছে? মত বিরোধ, দলাদলি, হাঙ্গামা, বিপর্যয়, শান্তি ও কল্যাণের অভাব, একে অপরকে হত্যা ইত্যাদি। আল্লাহর আইনের দিকে প্রত্যাবর্তন না করলে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হতে থাকবে। আল্লাহ পাক যথাযথই বলেছেনঃ

﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ أَعْمَىٰ ﴿١٢٤﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ ءَايَـٰتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ﴿١٢٦﴾ ﴾.

"আর যে ব্যক্তি আমার যিকর (আইন কানুন) হতে বিমুখ হবে তার জন্য দুনিয়ায় হবে সংকীর্ন জীবন। আর কিয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ করে উঠাবো। সে বলবে "হে আমার প্রভু দুনিয়াতে আমি চক্ষুষ্মান ছিলাম এখানে কেন আমাকে অন্ধ করে উঠালে"। তিনি (আল্লাহ)বলবেন, "হ্যাঁ এমনি ভাবে তো আমার আয়াত গুলো তোমার কাছে এসেছিল তখন তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে। ঠিক সে রকম আজ তোমাকেও ভুলে যাওয়া হচ্ছে" (ত্বাহা ১২৪-১২৬)।

এর চেয়ে ভয়াবহ কঠিন অবস্থা আর কি হতে পারে যে, আল্লাহ নাফরমানদের এভাবে শাস্তি দিয়েছেন যে তারা আল্লাহর আইন ও বিধানের প্রতি সাড়া দিচ্ছেনা। মহান রাব্বুল আলামিনের আইনের পরিবর্তে দুর্বল মানুষের গড়া আইনকে গ্রহন করে নিয়েছে। এর চেয়ে হতভাগা আর কে হতে পারে যার কাছে আল্লাহর কালাম আছে যা সত্যের ঘোষনা দিচ্ছে, বিভিন্ন বিষয়ে সুস্পষ্ট বর্ণনা পেশ করছে। সঠিক পথ দেখাচ্ছে এবং পথভ্রষ্টকে পথের সন্ধান দিচ্ছে অথচ সে কুরআনকে বাদ দিয়ে কোন মানুষের কথাকে অথবা কোন দেশের আইনকে গ্রহন করছে। তারা কি জানেনা যে তারা দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে? দুনিয়াতে তারা কল্যাণ লাভ করতে পারবে না এবং আখেরাতে আল্লাহর কঠিন শাস্তি ও আজাব থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারবে না কারণ তারা আল্লাহতায়ালা কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয়কে হালাল করেছে এবং যা তাদেরকে করতে বলা হয়েছে তা তারা বর্জন করেছে।

আল্লাহর কাছে এ প্রার্থনা করছি আমার এ কথাগুলো যেন মুসলিম জাতিকে তাদের অবস্থা চিন্তা করার ব্যাপারে সজাগ করে দেয় এবং নিজের ও স্বজাতির ব্যাপারে যা করছে তা পর্যালোচনা করতে উদ্বুদ্ধ করে। তারা যেন হেদায়েতের দিকে ফিরে আসে। আল্লাহর কিতাব ও রাসুলের সুন্নাহর অনুসরন করে যেন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াছাল্লাম)এর খাঁটি উম্মত হতে পারে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি যেন শ্রদ্ধার সাথে তাদেরকে স্মরণ করে

যেমনি ভাবে সালাফে সালেহীন এবং উম্মাতের স্মরণীয় যুগের লোকদেরকে স্মরণ করা হয়। তাঁরা গোটা দুনিয়ার নেতৃত্ব দিয়েছিল। দুনিয়াবাসী তাঁদের অধীনস্থ হয়েছিল। আর তা সম্ভব হয়েছিল আল্লাহর সাহায্যের ফলে। আল্লাহর যে সব বান্দাহ তাঁর ও রাসুলের বিধান অনুসরণ করে আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করেন।

আফসোস, এ যুগের লোকেরা যদি বুঝত তারা কি মূল্যবান সম্পদ হারিয়েছে, কত বড় অপরাধ তারা করেছে । কি কারণে তারা আপন আপন জাতির উপর বিপদ মুছিবত ডেকে এনেছে।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ

﴿ وَإِنَّهُۥ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۖ وَسَوْفَ تُسْـَٔلُونَ ﴾ .

"প্রকৃত কথা এই যে এ কিতাব তোমার জন্য এবং জাতির জন্য নসীহত ও উপদেশের বিষয়। আর অতি শীঘ্র তোমাদেরকে এর জন্য জবাবদিহী করতে হবে" (আজ জুখরুফ-৪৫)।

রাসুল করীম (সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর হাদীসে আছে যার সারাংশ হলোঃ

«إن القرآن يرفع من الصدور والمصاحف في آخر الزمان حين يزهد فيه أهله ويعرضون عنه تلاوة وتحكيماً».

"নিশ্চয় শেষ জামানায় বক্ষ ও গ্রন্থ থেকে কুরআনকে উঠিয়ে নেয়া হবে যখন আহলে কুরআন প্রত্যাখান করবে এবং তাঁর তেলওয়াত এবং বাস্তবায়ন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে।"

এ মহা বিপদ থেকে মুসলমানদের সতর্ক থাকা উচিত। সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত যাতে তারা এ বিপদে আক্রান্ত হবে অথবা তাদের আচরনের কারণে তাদের ভবিষ্যত বংশধর আক্রান্ত না হয়ে পড়ে।

﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ ﴾

ঐ সব মুসলমানদেরকেও আমি নসীহত করছি যারা আল্লাহর দ্বীন ও বিধানকে জেনেছে এর পরও মত বিরোধের মিমাংসার জন্য এমন লোকদের স্মরণাপন্ন হয় যারা প্রচলিত রীতি নীতি অনুযায়ী ফায়সালা করে। যাদের কাছে আমার উপদেশ পৌঁছবে তাদের প্রতি আমার আবেদন থাকবে তারা যেন আল্লাহর কাছে তাওবা করে, হারাম কাজ কর্ম থেকে বিরত থাকে,আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়। অতীতে যা করেছে তার জন্য অনুতপ্ত হয়, অন য্যান্য ভাইদের সাথে মিলে সমস্ত জাহেলী প্রথাকে বিলোপ সাধন করে। আল্লাহর আইনের সাথে সংঘর্ষশীল সামাজিক রীতি নীতির মূলোৎপাটনের চেষ্টা করে।

তওবার মাধ্যমে অতীতের অপরাধের ক্ষমা হয়। তাওবাকারী ঐ ব্যক্তির মত যার কোন গুনাহ নেই। দায়িত্বশীল পর্যায়ের লোকদের উচিৎ সাধারণ লোকদেরকে নসীহত করা। উপদেশ প্রদান, সত্যকে তাদের সামনে তুলে ধরা এবং সৎ লোকের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। এর মাধ্যমেই কল্যাণ লাভ করা যাবে ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহর বান্দারা তাঁর নাফরমানী থেকে বাচঁতে পারবে।

আজকের মুসলমানদের জন্য তাদের আল্লাহর বা রবের রহমত কতই না প্রয়োজন। তিনিই পারেন তাঁর রহমত ও করুনায় মুসলমানদের অবস্থা পরিবর্তন করতে। অপমান ও গ্লানি থেকে মুক্ত করে সম্মান ও মর্যাদা দান করতে।

আল্লাহর উত্তম নামাবলী এবং গুনাবলীর উসিলাতে তাঁর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন মুসলামানদের অন্তর খুলে দেন যাতে করে তাঁর কালাম বুঝতে পারে। তাঁর অহী অনুযায়ী আমল করতে পারে। তাঁর আইন কানুনের সাথে সংঘর্ষশীল আইন কানুনকে বর্জন করতে পারে এবং শাসন ও বিধানকে একমাত্র তাঁর জন্যই নিরঙ্কুশ করতে পারে যিনি একক এবং যার কোন শরীক নেই।

﴿ إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِۚ أَمَرَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلۡقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ﴾.

"বস্তুতঃ সার্বভৌম ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য নয়। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা তাঁকে ছাড়া আর কারো দাসত্ব ও গোলামী না কর। ইহা সঠিক ও খাঁটি জীবন ব্যবস্থা। কিন্তু অধিকাংশ লোকই জানেনা" (ইউসুফ:৪০)।

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.